আল খাওয়ারিজ

আভিধানিক অর্থে আরবী শব্দ খুরূজ (বের হওয়া/বেরিয়ে যাওয়া) থেকে খারেজী শব্দের উতপত্তি, অর্থাৎ যে বের হয়ে যায়। বহুবচনে বলা হয়, খাওয়ারিজ। [তাহযীবুল লুগা: ৭/৫০] ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, খাওয়ারিজ হল খার্জিয়া শব্দের বহুবচন। বিদআতী দল খাওয়ারিজদের এই নামকরন করা হয় তারা দ্বীন এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে বিদ্রোহ করে জামা'আহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। [ফাতহুল বারী]

শারীয়াহর পরিভাষায় যারা মুসলিমদের অন্যায়ভাবে তাকফীর করে মুসলিম খলিফা/শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়, তারাই খারেজী। তবে কোনও হাদিসে বলা হয়নি খারেজীরা তাকফীর করবে। ইমাম ইবনু হাযম (রহ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী খারেজী নামটি প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত হবে যারা ইমাম আলী (রা) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের মত কিংবা তাদের মতের পক্ষপাতিত্বকারী; তা যে কোনো যুগেই হোক না কেন।' [আল ফাসলঃ ২/১১৩] শাহরিস্তানী (মৃত ৫৪৮ হিঃ) বলেনঃ "(খারেজী বা খাওয়ারিজ হল) প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে এমন সত্য ইমামের (খলিফাহর) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যাকে লোকেরা ইমাম হিসাবে স্বীকার করেছে, তাকে খারেজী বলে। চাই এই বিদ্রোহ সাহাবাদের যুগে হেদায়েতপ্রাপ্ত আইম্মাদের (খুলাফাগণের) বিরুদ্ধে হোক কিংবা তাদের পর তাবেঈনদের যুগে কিংবা তার পরে যে কোনো যুগের ইমামের বিরুদ্ধে হোক।' [আল মিলাল ওয়ান নিহালঃ ১/১০৫]

• খারেজী মতবাদ ও ইতিহাস:

খারেজীর আবির্ভাব রাসূল (ﷺ) এর যুগেই হয়েছিল কিন্তু তা ছিল ব্যক্তি পর্যায়ের ঘটনা। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে সিলম বৃক্ষের পাতা দ্বারা পরিশোধিত এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলে করে সামান্য কিছু তাজা স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত খনিজ মাটিও পরিষ্কার করা হয়নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চার ব্যক্তির মধ্যে স্বর্ণখন্ডটি বন্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়ায়না ইবনু বাদর, আকরা ইবনু হারিস, যায়দ আল-খায়ল এবং চতুর্থজন আলকামা কিংবা আমির ইবনু তুফাইল (রাঃ)। তখন সাহাবীগনের মধ্য থেকে একজন বললেন, এ স্বর্নের ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছল। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অথচ আমি আসমান অধিবাসীদের আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে।

এমন সময়ে এক ব্যক্তি (যুল খুআইসারা) উঠে দাঁড়ালো। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপালধারী, তার দাড়ি ছিল অতিশয় ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গি ছিল উপরের দিক উঠান। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ কে ভয় করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহ্ কে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি বেশি হকদার নই? আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, লোকটি (এ কথা বলে) চলে যেতে লাগলে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেবনা? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ না, হতে পারে সে সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করে। (বাহ্যত মুসলমান)।

খালিদ (রাঃ) বললেন, অনেক সালাত আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন কথা উচ্চারন করে যা তাদের অন্তরে নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহর বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবেনা। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে নিক্ষেপকৃত জন্তুর দেহ থেকে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ননাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে হাতে পাই, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সামুদ জাতির মতো হত্যা করে দেবো। [সহীহ বুখারীঃ ৪০১৩ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ২৩২০ (ইফা) ২৩৪২ হাএ] যুল খুআইসারা ছিল প্রথম খারেজী যে, ইনসাফের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর বন্টনের প্রতি প্রকাশ্যে আঙ্গুল তোলে এবং নিজ রায়কে প্রাধান্য দেয়। অন্য দিকে উসমান (রা) এর হত্যার ষড়যন্ত্রকারী এবং পরে অন্যায় ভাবে তাঁকে হত্যাকারী উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ইমাম তাবারী (রহ) ও ইবনে কাসীর (রহ) খারেজী বলে অভিহিত করেছেন। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ১০/২৭০-২৯৪]

রাসুল (ﷺ) বলেন, "এদের নিদর্শন হল এমন একটি কালো মানুষ, যার একটি বাহু মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অথবা গোশত টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধ কালে আত্মপ্রকাশ করবে। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট থেকে একথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) এদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তখন আলী (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে তালাশ করে বের করতে আদেশ দিলেন। তালাশ করে যখন আনা হল, আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ করে তাঁর মধ্যে ঐ সব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা নাবী (ﷺ) বলেছিলেন"। [সহীহ বুখারীঃ ৩৩৫২, ৬৪৬৪ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ২৩২৭ (ইফা)]

৩৭ হিজরিতে সিফফিনের যুদ্ধকালে, যখন আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) উভয়ের পক্ষ থেকে সমস্যার সমাধানার্থে দুই জন বিচারক নির্ধারণ করেন। এই মর্মে যে তারা দু'জনে মুসলিম উম্মার জন্য যা কল্যাণকর মনে করবেন, তা ফয়সালা করবেন এবং উভয় পক্ষ

তাদের সালিস মেনে নিবে। তাই আলী (রা) এর পক্ষ থেকে আবু মুসা আল আশআরী (রা) এবং মুআবিয়া (রা) এর পক্ষ থেকে আমর বিন আস (রা) কে নির্ধারণ করা হয়। ঘটনাটি ইসলামী ইতিহাসে (তাহকীম) বা সালিস নির্ধারণ নামে পরিচিত। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ১০/৫৫৪]

এই সিদ্ধান্ত শুনার পর আলী (রা) এর দল থেকে এক সম্প্রদায় এই বলে বিদ্রোহ করলো এবং দল থেকে বের হয়ে গেল যে, তোমরা আল্লাহর দ্বীনে মানুষকে সালিসকারী তথা বিচারকারী নিয়োগ করেছো? অথচ (ইনিল্ হুকমু ইল্লা লিল্লাহ!) আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানদাতা নেই। অতঃপর তারা যেমন ইমাম আলী (রা) কে পরিত্যাগ করে, তেমন মুসলিম জামাআতকেও পরিত্যাগ করে (হারুরা) নামক স্থানে বসবাস শুরু করে। ইবনে কাসীরের বর্ণনা মতে তাদের সংখ্যা ১২ হাজারের কাছাকাছি ছিল। প্রথমে আলী (রা) ইবনে আব্বাস (রা) তাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁদের সাথে মুনাযারা করেন, যার ফলে কিছু লোক (মুসনাদে আহমাদঃ ৬৫৮ অনুযায়ী ৪ হাজার) তাদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে ফিরে আসে। অতঃপর বাকিদের সাথে আলী (রা) যুদ্ধ করেন, যা নাহারওয়ান যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। খারেজীদের অধিকাংশই সেই যুদ্ধে নিহত হয়। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ১০/৫৬১]

বিদ্রোহী খারেজীদের আলী (রা:) বলেছিলেনঃ
(১) মসজিদে আসতে তোমাদের আমরা বারণ করব না।
(২) রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করব না।
(৩) আগে ভাগে কিছু না করলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।

কিন্তু তারা সাধারণ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ করত: আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব বিন আরিত (রা:) কে হত্যা করে এবং তার স্ত্রীর পেট ফেড়ে দু-টুকরা করে দেয়। আলী (রা:) জিজ্ঞাস করেন, আব্দুল্লাহকে কে হত্যা করেছে? জবাবে তারা "আমরা সবাই মিলে হত্যা করেছি", স্লোগান দিতে থাকে। এরপর আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। নাহরওয়ান অঞ্চলে তাদের সাথে মুসলমানদের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে খারেজীরা পরাজিত হয়। খারেজি সম্প্রদায়ের ফেতনাও সাময়িকভাবে খতম হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে লোকেরা আলী (রা) কে অভিনন্দন জানাতে এল, যেহেতু তাঁর হাত দিয়ে আল্লাহ খারেজীদের ফিতনাকে নির্মূল করেছেন। তখন তিনি তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তিটি করলেন; "না, আল্লাহর শপথ! তারা এখনো আছে পুরুষদের শিরদাঁড়ায়, আছে মহিলাদের গর্ভে এবং যখন তারা জাগ্রত হবে তখন তারা খুব কম মুসলিম কেই একা ছাড়বে"। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ বলেন, রাসুল (ﷺ) বলেন, একটি দল আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবেনা। "যখনই তাদের কোন দল বের হবে তাদেরকে কেটে ফেলা হবে' এই কথাটা প্রায় ২০ বারের বেশি সময় বলার পরে বললেন, "যতখক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্য থেকেই দাজ্জাল বের হবে।" [ইবনে মাজাহঃ ১৭৪, সহীহুল জামেঃ ৮১৭২, মুসনাদে আহমাদঃ ৩৯৮/৯] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ) বলেন; "এটা মুসলিম উম্মাহর উলামায়ে কেরামদের দ্বারা স্বীকৃত যে, আলী (রা) এর সাথে যুদ্ধরত নাহওয়ারানের খাওয়ারিজরাই কেবল একমাত্র খাওয়ারিজ না, তারা আরো আসবে। [মাজমু-আল-ফাতওয়া] শাহরিস্তানী (আল মিলাল ওয়ান নিহালঃ ১/১০৫), ইমাম ইবনু হাজম (আল ফাসলঃ ২/১১৩) ও তদ্রূপ মত পোষণ করেন। অপর দিকে যারা অন্য মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে আশআরী বলেছেন, খারেজীরা এটি আলী (রা) এর যুগের জন্য খাস।

তবে খারেজীদের মধ্যে কিছু জামান বিল খাস; অর্থাৎ এরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যেমনঃ আমর ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ইবনু আমর ইবনু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমার দাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর সাথে মদিনায় নাবী (ﷺ) এর মসজিদে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে মারওয়ানও ছিল। এ সময় আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ আমি আস

সাদিকুল মাসদুক (সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসাবে স্বীকৃত) কে বলতে শুনেছি আমার উম্মাতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় বালকের হাতে হবে। তখন মারওয়ান বলল, এ সকল বালকের প্রতি আল্লাহর ‘লানত, বর্ষিত হোক। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ আমি যদি বলার ইচ্ছা করি যে তারা অমুক অমুক গোত্রের লোক তাহলে বলতে সক্ষম। আমর ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, মারওয়ান যখন সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন হল, তখন আমি আমার দাদার সঙ্গে তাদের সেখানে গেলাম। তিনি যখন তাদের অল্প বয়ষ্ক বালক দেখতে পেলেন তখন তিনি আমাদের বললেনঃ সম্ভবত এরা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, এ বিষয়ে আপনিই ভাল বোঝেন। [সহীহ বুখারীঃ ৬৫৮০ (ইফা)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সঃ বলেছেন, "নির্বোধ ও অজ্ঞ তরুনদের হাতে সর্বপ্রথম উম্মতের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। এসব কুরাইশী যুবক মুয়াবিয়্যাহ (রাঃ) এর শাসনামলের থেকেই আত্মপ্রকাশ করবে"। আবু হুরায়রা (রাঃ) মদিনার বাজারের উপর দিয়ে গমন কালে এই দোয়া পড়তেন, “হে আল্লাহ! হিজরী ষাট সাল পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখনা, সাবধান! মুয়াবিয়্যাহর শাষনকে তোমরা অব্যাহত রাখো। ইয়া আল্লাহ! বালকদের শাষনকাল পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখনা। [বায়হাক্কী]

রাসূল সাঃ বলেন, "বনু উমাইয়্যার এক ব্যক্তীই সর্বপ্রথম আমার অনুসৃত নীতির পরিবর্তন সাধন করবে। ইমাম বায়হাক্কী মনে করেন, এই হাদিস দ্বারা ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এটি বনু উমাইয়া নসব থেকে। মারওয়ান বলেন, কর্তৃত্ব পাওয়ার আগে তারা আমাদের মুসলিমদের জামাতের সাথেই আছে। আল্লাহ তা'আলার লা'নত ঐ তরুনদের উপর। আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, আমি যদি তাদের নাম, গোত্র, উল্লেখ করতে চাই, তবে আমি নাম ধরে ধরে বলতে পারব যে, তারা অমুক গোত্রের অমুক অমুক। [মুসনাদে আহমাদ] এই হাদিসের রাবি, আমর (রঃ) বলেন, আমি আমার পিতা, (ইয়াহইয়া) ও দাদা (সাঈদ) সহকারে বনু মারওয়ানের নিকট যাই। দেখতে পেলাম যে, তারা বালকদের শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছে (বায়াত নিচ্ছে)। উল্লেখ্য যে মুয়াবিয়া (রা) হিজরী ৬০ সনেই ইনতিকাল করেন! এই হল তারিখ ও হাদিসের আলোকে যুবক, তরুন, বালকদের খারেজী হওয়ার বৈশিষ্ট।। সকল ইমাম ও মুজতাহিদগন (রঃ) জানেন এই ভবিষ্যত বানীটি ৬০ হিজরীর পরেই জমিনে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তার সিলসিলাহ হিজরী ১০০ এর পরবর্তী সনে উমর ইবনে আব্দুল আজিজের (রহ) শাষনামলে চিরতরে খতম হয়ে যায়।

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে ফিতনা সম্পর্কিত হাদীস স্মরণ রেখেছ? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি আরয করলাম রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সে ভাবেই তা স্মরণ রেখেছি। ‘উমর (রাঃ) বললেন, তুমি বড় দুঃসাহসী ছিলে, তিনি কিভাবে বলেছেন? তিনি বলেন, মানুষ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী নিয়ে ফিতনায় পতিত হবে আর সালাত, সাদকা ও নেক কাজ সেই ফিতনা মিটিয়ে দেবে। উমর (রাঃ) বলেন, আমি এধরনের ফিতনার কথা জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সাগরের ঢেউয়ের ন্যায় প্রবল বেগে ছুটে আসবে।

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমীরুল মু’মিনীন! আপনার জীবনকালে ঐ ফিতনার কোন আশংকা নেই। সেই ফিতনা ও আপনার মাঝে বন্ধ দরজা রয়েছে। ‘উমর (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, দরজা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে না কি খুলে দেওয়া হবে? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, না, বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। ‘উমর (রাঃ) বললেন, দরজা ভেঙ্গে দেওয়া হলে কোন দিন তা আর বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, সত্যই বলেছেন।

আবূ ওয়াইল (রাঃ) বলেন, দরজা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এ কথা হুযায়ফা (রাঃ) এর নিকট প্রশ্ন করে জানতে আমরা কেউ সাহসী হলামনা। তাই প্রশ্ন করতে মাশরূককে অনুরোধ করলাম। মাশরূক (রহঃ) হুযায়ফা (রাঃ) কে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিলেনঃ দরজা হলেন ‘উমর (রাঃ)। আমরা বললাম আপনি দরজা বলে যাকে উদ্দেশ্য করেছেন, ‘উমর (রাঃ) কি তা উপলব্ধি

করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আগামীকালের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত। এর কারণ হল, আমি তাঁকে এমন হাদীস বর্ণনা করেছি, যাতে কোন ভুল ছিল না। [সহীহ বুখারীঃ ১৩৫২ (ইফা)]

• খারেজীদের বৈশিষ্ট্য ও চেনার উপায়

আহলুস সুন্নাহর আক্বীদা হল কবীরাহ গুনাহের কারণে কোন ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায় না অর্থাৎ কাফির হয়ে যায় না। অন্যদিকে খারেজীরা কবীরা গুনাহের (যেমন মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি) কারনে মুসলিমদেরকে কাফির বলে সাব্যস্ত করে। আর খারেজীদের এই বৈশিষ্ট সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন; "তারা আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আল কুরআনের যেসব আয়াত কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে সেগুলোকে তারা মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করে"। [সহীহ বুখারীঃ ৬৪৬৩ (ইফা)] কবীরা গোনাহগার মুমিন ঈমান হ'তে খারিজ নয়।সে তওবা না করে মারা গেলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" [সূরা নিসা: ৪৮] গোনাহের কারণে তাকে 'গোনাহগার, 'দোষযুক্ত', 'ফাসিক্ব' ইত্যাদি বলা যাবে। কিন্তু 'খাঁটি মুমিন' কিংবা 'কাফির' বলা যাবে না। একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃতের ন্যায় হ'লেও তাকে যেমন প্রাণহীন মৃত বলা যায় না, তেমনি গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমানের দীপ্তি সাময়িকভাবে স্তিমিত হ'য়ে গেলেও কোন মুমিনকে ঈমান শূন্য কাফির বলা যায় না। তাছাড়া ক্বিয়ামতের দিন শেষ নবীর (ﷺ) শাফা'আত তো মূলতঃ কবীরা গোনাহগার মুমিনদের জন্যই হবে। আর অনু পরিমাণ ঈমানের অধিকারীদের আল্লাহ নিজ করুনায় জান্নাত দিবেন।

হযরত আবু আওফা (রা) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন; 'খারেজীরা জাহান্নামের কুকুর'। [ইবনু মাজাহঃ ১৭৩ (ইফা)] হাদীছটির ব্যাখ্যায় আল্লামা মানাভী বলেন, খারেজীদের 'জাহান্নামের কুকুর' বলার কারণ হ'ল; তারা ইবাদতে অগ্রগামী ও তৎপর। কিন্তু তাদের অন্তর বক্রতাপূর্ণ। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এমনকি তাওহীদের অনুসারীদেরকে বড় কোন অপরাধ করলেই তারা 'কাফের' ঘোষণা করে। তারা পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোকে যথেচ্ছ অপব্যাখ্যা করে। অপরদিকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'ল; তারা অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, মানুষের প্রতি দয়া করে, মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ কামনা করে। অথচ বিভ্রান্ত খারেজীরা মানুষের মর্যাদাহানি করে, লজ্জিত করে, অবশেষে নিজেরাও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা কুকুরের বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ। যেহেতু তারা আল্লাহর বান্দাদের উপর কুকুরের মত আগ্রাসী হয় এবং তাদের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান ও শত্রুতার ভাব নিয়ে তাকায়, তাই তারা তাদের কৃতকর্মের দরুণ জাহান্নামে প্রবেশকালে কুকুরের মত আকৃতি লাভ করবে, যেমনভাবে তারা ছিল দুনিয়ার বুকে আহলে সুন্নাতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণে কুকুরের স্বভাব বিশিষ্ট'। [ফায়যুল ক্বাদীর শরহ ছহীহুল জামেঃ ৩/৫০৯; মিরক্বাতঃ ১১/১৪১ পৃঃ]

একইভাবে আবু গালিব বলেন, একদা আবু উমামা বাহেলী (রা) দামেশক মসজিদের সদর রাস্তায় খারেজীদের কতগুলো ঝুলন্ত মাথা দেখলেন। তখন তিনি বললেন; "এরা হ'ল জাহান্নামের কুকুর। আসমানের নীচে এরা সবচেয়ে মন্দ নিহত। আর যারা এদের হত্যা করেছে তারা সবচেয়ে উত্তম।" অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়লেন, সে দিন কতক মুখ হবে সাদা আর কতক মুখ হবে কালো"। [সূরা আলে ইমরানঃ ১০৬] এ সময় আবু উমামাকে বলা হল; আপনি কি কথাগুলো আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হ'তে শুনেছেন? তিনি বললেন; একবার দু'বার তিন বার নয়, বরং গুণে গুণে সাত বার শুনেছি। আমি তাঁর নিকট হতে না শুনলে আপনাদের বলতাম না।" [তিরমিযীঃ ৩০০০ (ইফা); ইবনে মাজাহঃ ১৭৬ (ইফা); মিশকাতঃ ৩৫৫৪]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহর (রহ) বলেনঃ "এবং আহলুল হাওয়ার [যেসব লোকেরা নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে] অনেকেই মনগড়া বিভিন্ন মত উদ্ভাবন করে, আর যারা তাদের এই বিদ'আতি মতামতের সাথে একমত পোষণ করতে অসম্মত হয়, তাঁদেরকে তাকফির করে"।

“আহলুল বিদ’আর বৈশিষ্ট্য হল তারা কোন একটি নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে এবং তারপর এই নব উদ্ভাবিত বিষয়কে দ্বীনের মধ্যে ওয়াজিব করে নেয়। এবং এসব নব উদ্ভাবিত বিষয়কে আক্বীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেয়। আর একারণে মুসলিমদের ভেতর থেকে যারা এসব বিষয়ে তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে তাদের উপর তারা তাকফির করে, এবং তাঁদের রক্ত হালাল ঘোষণা করে, যেরকম খাওয়ারিজ এবং জাহমিয়্যাহরা করেছিল।” [মাজমু আল ফাতওয়াঃ ১/২৭৮]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ) আরও বলেন; “খারেজিদের প্রতিটি প্রজন্ম/দল, মুসলিমদের উপর তাকফির ও তাদের রক্ত হালাল করার দিক দিয়ে একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তারা এটা করে সন্দেহ ও ধারণার বশবর্তী হয়ে, আর এমন সব কাজের কারণে, যেগুলোকে তারা কুফর মনে করে, কিন্তু আদতে সেগুলো কুফর না”। [মাজমু আল ফাতাওয়াঃ ১৯/৭৩]

তারা কবীরা গোনাহগার শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব মনে করে এবং কবীরা গোনাহগার মুমিনকে ঈমানশূন্য কাফের, হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তওবা না করে মারা গেলে তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসাবে গণ্য করে। [শাহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১১৪ পৃঃ, ইবনু হাযম, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ২/১১৩] কিন্তু এই ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আকীদাহ হলঃ

উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন: আমাদেরকে রসূল (ﷺ) ডাকলেন এবং আমরা তাঁর নিকট বাইআত হলাম। অতঃপর তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন: তা হলো আমরা আমাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৬১৯ (ইফা)]

ইমাম নববী (রহ) বলেন, শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে। [শরহে মুসলিম লিল ইমাম নববী, খন্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ২৪৪] তিনি আরও উল্লেখ করেন, ক্বাযী ইয়ায (রহ) বলেছেন, “উলামাদের ইজমা হল নেতৃত্ব (ইমামাহ) কখনো কাফিরের উপর অর্পণ করা যাবে না, আর যদি (কোন নেতার) তার পক্ষ থেকে কুফর প্রকাশিত হয় তবে তাকে হটাতে হবে। সুতরাং যদি সে কুফর করে, এবং শারীয়াহ পরিবর্তন করে অথবা তার পক্ষ থেকে গুরুতর কোন বিদ’আত প্রকাশিত হয়, তবে সে নেতৃত্বের মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে, এবং তার আনুগত্য পাবার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, এবং মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে তার বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা, তার পতন ঘটানো এবং তার স্থলে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমামকে বসানো, যদি তারা (মুসলিমরা) সক্ষম হয়। যদি একটি দল (ত্বইফা) ব্যাতীত অন্যান্য মুসলিমদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না হয়, তবে যে দলের (ত্বইফা) সক্ষমতা আছে তাদের জন্য এই কাফিরের (শাসকের) বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা এবং তার পতন ঘটানো অবশ্য কর্তব্য। [শরহে সহীহ মুসলিমঃ ১২/২২৯]

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) বলেন, উলামাগণ একমত হয়েছেন যে, কোনো কাফের শাসনভার পেতে পারে না। যদি শাসক হবার পর তার উপর কুফর আপতিত হয়, তবে সে অপসারিত হবে। একই হুকুম বর্তাবে, যদি নামায কায়েম, নামাযের দিকে আহবান ছেড়ে দেয়, অথবা বিদ‘আত করে। [মিরকাত, খন্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩০৩]

ইমাম ইবনে বাত্তাল (রহ) বলেন, শাসক যদি জুলুম করে তথাপি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন, বিজয়ী শাসকের আনুগত্য ও তার সাথে মিলে জিহাদ ওয়াজিব। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেয়ে আনুগত্য পোষণই উত্তম। কেননা তাতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়। জনসাধারণ স্বস্তি পায়। আর তাদের দলিল হলো, উপরোক্ত হাদীসসহ সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীস। তবে তারা এ থেকে একটি বিষয়কে পৃথক করেছেন আর তা হলো যখন শাসক থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাবে। তখন আর আনুগত্য বৈধ নয় বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হলো তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। [ফাতহুল বারী, খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ৭]

শাসক যদি কবিরা গুনাহগারও হয়, তারপরও তার আনুগত্য করা ফরজ। কিন্তু বর্তমানে খলিফাহকে কি কারণে বাইয়াত দেওয়া হচ্ছে না; তিনি কি কাফির? তিনি যদি খাওয়ারিজও হন, তথাপি তার আনুগত্য করা উচিত। কেননা জমহুর সালাফদের মতে খারেজীরা কাফির নয়। সুতরাং বুঝা যায়, "খলিফাহকে যারা খারেজী বলে তারাই আসল খারেজী"।

ইবনু আববাস (রাঃ), ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ), ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণের মতে, তারা (খারেজীরা) কুরআন, হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। রাসূল (ﷺ), ছাহাবায়ে কেরাম (রা) সহ সালফে সলেহীনদের ব্যাখ্যার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। [ফিরাক্ব মু'আছিরাহঃ ১/২৭৮-২৭৯] তাই বর্তমানে এমন কিছু ফিরকা তথা দল পাবেন, যেগুলো গড়ে উঠেছে এমন কিছু ব্যক্তি নির্ভর করে, যারা কুরআন-হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা তথা তাফসীর করেছে; যা আহলুস সুন্নাহর ব্যাখ্যার সাথে মিল নেই।

আবু সাঈদ কুদরী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসুল (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে (অর্থাৎ অন্তরে) প্রবেশ করবে না। এরা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর অন্য শিকারী সেই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোন চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশদ্বয়েও নজর করে, অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কোন পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে। [সহীহ বুখারীঃ ৪৬৮৯, ৬৪৬২ (ইফা)] রাসুল (ﷺ) বলেন, 'তোমরা তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে, তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়ামকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দিবে। যদি আমি তাদেরকে পেতাম, তাহলে এমনভাবে হত্যা করতাম যেভাবে আদ জাতিকে হত্যা কর হয়েছে"। [সহীহ মুসলিমঃ ২৩২২ (ইফা), মিশকাতঃ ৫৮৯৪]

বর্তমানে মুসলিম নামধারী দেশগুলোর সরকার এই কাজে লিপ্ত। তারা সমগ্র বিশ্বে সন্ত্রাসী নাম দিয়ে বিমান, ড্রোন ও বোমা হামলা করে মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলিম নারী, বৃদ্ধ, শিশু হত্যা করছে; কিন্তু মুশরিকদের হত্যা দূরের কথা, বিপরীতে তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে, লাল গালিচা দিয়ে সম্মাননা দিচ্ছে, তাদের হত্যার জন্য মুজাহিদদের প্রতি নিন্দা জানাচ্ছে। এমনকি তারা জাতিসংঘ, ন্যাটো ইত্যাদি মুশরিকদের সংস্থাগুলোর সাথে যোগ দিয়ে মুসলিম নিধন করছে। আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) এর মধ্যে বিরোধের সময় মুশরিকরা মুয়াবিয়া (রা) এর সাথে আঁতাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন সত্য নবীর (ﷺ) সাহাবী। তাই তিনি তা ক্রোধের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেননা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহায়তা করা কুফরী তথা ঈমান ভঙ্গের কারন। কিন্তু, জাতীয়তাবাদী সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাত, তুরস্ক, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান তথা সকল নামধারী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো মুশরিকদের সাথে মিলে "মুসলিমদের হত্যা এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেওয়া" এই আমলে লিপ্ত রয়েছে। আর কেউ শিয়া মুশরিকদের পক্ষ নিচ্ছে, শিয়াদেরকে হত্যা করার কারণে, তাদের মন্দিরে হামলার জন্য নিন্দা জানাচ্ছে, শিয়াদের ছেড়ে দিয়ে খলিফাহর আনুগত্যকারীদের হত্যা করছে মুরতাদ শাসক ও জাতীয়তাবাদী মুশরিকদের সাথে ঐক্য গঠন করে!!! ইসলামের ইতিহাসে কাফিরদের সাথে ঐক্যের এরকম কোন নজীর নেই।

হাজ্জায বিন ইউসুফ সাহাবা (রা), তাবেঈ (রহ) এবং অনেক মুসলিম হত্যার জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু হাজ্জাযকে খারিজি বলা হয় না। কারন, শুধুমাত্র মুসলিম হত্যা করার কারনে কাউকে খারিজি বলা হয় না, যদিও মুসলিম হত্যা অত্যান্ত গুরুতর গুনাহ। খারেজীরা মুশরিকদের ছেড়ে দিবে। হাজ্জাজ মুশরিকদের ছেড়ে দেয়নি। এমনকি একজন নারীর জন্য হিন্দ আক্রমণ করে হিন্দু মুশরিকদের হত্যা করেছিল। হাজ্জাজ জুলুম এবং ক্ষমতার কারণে মুসলিমদের হত্যা করেছে। হাজ্জাজ কুরআনের শাসন জারি রেখেছিল এবং কুরআনের বিপরীত কোন আইন প্রণয়ন করেনি, এর কোন হুকুম পরিবর্তন করেনি। তাই মুসলিম হত্যা করা মানেই সে ব্যাক্তি খারিজি এমন নয়। খারেজী হওয়া ব্যাক্তির বিশ্বাস ও কর্ম দুটির উপর নির্ভরশীল।

হযরত আলী (রা) বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যামানায় এমন একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক এবং যাদের বুদ্ধি হবে স্বল্প। ভাল ভাল কথা বলবে; কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশের নীচে (অর্থাৎ অন্তরে) পৌঁছবে না। সুতরাং তোমরা তাদের যেখানে পাও, হত্যা কর। এদের হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতে পুরস্কার রয়েছে। [সহীহ বুখারীঃ ৩৩৫২, ৪৬৮৮, ৬৪৬১ (ইফা)]

যারা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য তথা খিলাফাহ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ফিতনা এবং অনৈক্য সৃষ্টি করবে, মুসলমানদের হত্যা ও মুশরিকদের ছেড়ে দিবে, নিজেদের সংশোধন করবেনা, এই প্রকারের খারেজীদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। রাসুল (ﷺ) বলেন; "যে ব্যক্তি এই উম্মাতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তাকে শায়েস্তা কর। চাই সে যেই হোক। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ অধ্যায়, হাঃ ৪৭০২ (ইফা)]

আবূ সাঈদ খুদরী ও আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মত পাথর্ক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টির ফলে এমন কিছু ফিরকার সৃষ্টি হবে, যারা ভাল কথা বলবে, কিন্তু খারাপ কাজ করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলার নীচে যাবে না। বস্তুত তারা দীন থেকে এরূপ বেরিয়ে, যাবে যেরূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায় এবং তারা তাদের রাস্তা (মতবাদ) থেকে ফিরে আসবে না, যেরূপ নিক্ষিপ্ত তীর নিক্ষেপের স্থানে ফিরে আসে না। তারা সমস্ত মাখলূকের মাঝে এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে। এরপর যারা তাদের হত্যা করবে, বা তাদের হাতে নিহত হবে, তারা সৌভাগ্যবান। তারা লোকদের আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহবান করবে, কিন্তু এর (কুরআনের) সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। যে ব্যক্তি তাঁদের হত্যা করবে, সেই হবে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের পরিচয় কি? তিনি (ﷺ) বলেনঃ তারা হবে মাথা মুণ্ডনকারী। [আবু দাউদঃ ৪৬৯০ (ইফা)]

এই বৈশিষ্টগুলোও নামধারী মুসলিম দেশগুলো (যেমনঃ সৌদি আরব, তুরস্ক, কাতার, কুয়েত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইত্যাদি), গণতান্ত্রিক ও নামধারী বিভিন্ন ইসলামিক দলগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়। তারা মানুষকে সর্বোত্তম কথা বলে, আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান জানায়, খিলাফাহ এবং ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের কথা বলে; কিন্তু জমিনে কর্তৃত্ব পেলেও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করে না, আল্লাহর কিতাবের বিধান তথা শারীয়াহ বাস্তবায়ন করেনা, বরং প্রতিষ্ঠা না করার পিছনে নিজেরা কিছু মতবাদ ও অজুহাত তৈরি করে। যারা তাদের এসব মতবাদ অস্বীকার করে, বিপরীতে তাদেরকেই খারেজী আখ্যায়িত করে, তাদের হত্যা করে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেন, "যখন মিথ্যার অনুসারী লোকেরা সত্যের অনুসারীদের সম্পর্কে (মানুষের নিকট) সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায়, তখন তারা (সত্যের অনুসারীদের) খারেজী আখ্যা দেয়। [মাজমু আল ফাতওয়াঃ খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩২৫] আর নামধারী মুসলিম দেশগুলোর সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর চুল ছাঁটানো, যা খারেজীদের সাথে মিল।

ইউসায়ের ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি সাহল ইবনে হুনায়েফ (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি নবী (ﷺ) কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি। আর তখন তিনি (ﷺ) তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে এমন একটি ক্বওম বের হবে যারা কুরআন পড়বে সত্য, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবেনা। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।" [সহিহ বুখারীঃ ৬৪৬৫ (ইফা)] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (ﷺ) বলেন, "পূর্ব দিক থেকে আমার উম্মতের মধ্যে এমন ক্বওমের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআনের বাণী তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবেনা। যত বারই তাদের কিছু অংশের প্রাদুর্ভাব দেখা যাবে ততবারই তারা ধ্বংস (হত্যা করা) হয়ে যাবে। এভাবে রাসুল (ﷺ) দশ বার বলার পরে বলেন, 'যত বারই তাদের কিছু অংশের আবির্ভাব হবে ততবারই তারা ধ্বংস (হত্যা করা) হয়ে যাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরই একটি গোষ্ঠীর মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়"। [মুসনাদে আহমাদঃ ২৭৭৬৭]

হাদিসে قوم "ক্বওম" শব্দের অর্থ গোত্র বা জাতী। যার ইসমে মানসুব القَوْمِيَّة গোত্রীয় বা জাতীয়তবাদী। القَوْمِيَّة শব্দকে যদি আরবী ব্যাকরণের নাহু ছরফ কিংবা শরিয়তের পরিভাষায় বিশ্লেষন করা হয়, তাহলে অনেক বড় জটলা খুলে যাবে খারজীদের সম্পর্কে।

নাহুর ভাষায় ক্বউমিয়া হলোঃ "একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের, জাতিগত, ভাষাগত, পরপস্পর থেকে উপকার লাভ করার ক্ষেত্রে পরস্পর সংহতি ও সহযোগিতার ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া। পরস্পর অর্তনৈতিক কারবারে শরিক থাকবে", "পরস্পরের সাথে এমন সংযোগ থাকবে বংশীয় দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট ভু-খন্ড হবে"। যেমনঃ নুসাইরি, রাফেযী, সাফাভী, সৌদি, তুর্কি ইত্যাদি ক্বওম। সবারই নির্দিষ্ট ভূখন্ড আছে, তারা তাদের পারস্পারিক সব কিছুতেই সমতা করে চলে। কউম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতেঃ http://www.almaany.com/ar/dict/ar-a...

নুসাইরি, রাফেযী, সাফাভী এই কউমগুলো হল শিয়া; যাদের মধ্যে উপরে বর্ণিত হাদিসের সকল বৈশিষ্ট পাওয়া যায়। শিয়া কউম এবং তাদের সহায়তায় দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তাদের কথিত মাহাদীর সাথে দাজ্জালের মিল রয়েছে। তাদের উৎপত্তিও ঘটেছে ইহুদী দালাল "ইবনে সাবা"র মাধ্যমে, যে কিনা ন্যায়পরায়ণ শাসক উসমান (রা) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য দায়ী। এই কারণে সালাফদের অনেকে খারেজীদের "সাবাইয়্যাহ" বলেও উল্লেখ করেন।

রাফিদাহ আল নু'মানি বর্ণনা করে যে, মুহাম্মাদ আল বাকির বলেন, "যদি লোকেরা জানত যে আল-কাইম আবির্ভূত হওয়ার পরে কি করবেন, তাহলে বেশিরভাগ লোকেরাই তাকে দেখতে চাইতনা, তাঁর অধিক সংখ্যক লোককে হত্যা করার কারেণ। তিনি তাঁর হত্যাযজ্ঞ শুরু করবেন শুধুমাত্র কুরাইশদের হত্যা করার মাধ্যম। [আল-গায়বাহ] রাফিদাহ আত তুসি বর্ণনা করে যে, "আল কুফা থেকে আল কাইম এর সাথে মুসার ক্বউমের মধ্য থেকে সাতাশ জন লোক, গুহার সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তি, ইউশা, সুলাইমান, আবু দুজানাহ আল আনসারি, আল মিকদাদ এবং মালিক আল-আশতার আবির্ভূত হবেন। তাঁরা হবেন তাঁর (মাহদীর) সাহায্যকারী"। [আল ইরশাদ] তারা বিশ্বাস করে, মাহাদী কোন স্থানে লুকিয়ে আছেন, সময় হলে আবির্ভূত হবেন। অর্থাৎ তাদের সবকিছু ইহুদীদের সাথে মিল এবং দজ্জালের সাথেও। আহলুস সুন্নাহর মতে, হযরত মাহাদী জন্মগ্রহণ করবেন ফাতিমা (রা) বংশে কিয়ামতের আগে। আর দাজ্জালকে বন্দী রাখা হয়েছে, সে পরে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু শিয়াদের কথিত মাহাদী লুকিয়ে আছে, হিব্রুতে কথা বলবে, তাওরাত দ্বারা শাসন করবে, ইহুদীরা তার অনুসরণ করবে। যার সাথে দাজ্জালের মিল রয়েছে।

তাইতো শিয়াদের কেন্দ্র পারস্য তথা ইরান সম্পর্কে রাসুল (ﷺ) বলেন, "ইস্পাহানের (ইরানের শহর) সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের গায়ে থাকবে তায়সালান (সেলাই বিহীন চাদর)। [সহীহ মুসলিমঃ ৭১২৫ (ইফা)] শিয়াদের ভয়াবহ নিফাক্বের ফিৎনা, খাতামুন নাবিয়্যিন (ﷺ) এর উম্মতকে বিভক্ত করেছে। তাই আজ বর্তমানেও রাফেদি, নুসাইরি, ইত্যাদি খারেজিদের পাপের সফল। যদিও খারেজীরা কাফির কিনা এই ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু এই বৈশিষ্টের খারেজীরা মুরতাদ। কেননা, এদের আকীদায় আরও ভয়ংকর ভ্রষ্টতা রয়েছে যা এদেরকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়।

• খারেজীদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য

ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, খারেজী এবং মু'তাজিলারা রাসুল (ﷺ) কবিরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত করবেন তা অস্বীকার করে। [আল ফাতওয়াঃ ৩/১০৯] তারা এও বিশ্বাস করে যে, কবিরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। [আল ফাতওয়াঃ খণ্ড-২] তারা আলী (রা) এবং উসমান (রা) কে তাকফীর করে, এমনকি তাঁদেরকে (রা) যারা সমর্থন করে তাদেরকেও। (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই) [আল ফাতওয়াঃ খণ্ড-৭] তারা নিফাকী, ফাসেকী অস্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস হল, হয় মু'মিন না হয় কাফির। তাদের একটি দল মনে করে, রাসুল (ﷺ) যা আল্লাহর আদেশে করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি নিষ্পাপ। কিন্তু যার আদেশ নিষেধ তিনি (ﷺ) নিজে থেকে করেছেন তা থেকে নয়। (নাউযুবিল্লাহ) [মিনহাজুস সুন্নাহঃ খণ্ড-৩] খারেজীরা তাদের মতের বিরোধিতাকারীদের তাকফীর করে, তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করে। তারা কুরআনের আয়াতের সাথে ভিন্নতা হয় এমন মুতাওয়াতির হাদিসও অস্বীকার করে। একারনে তারা বিবাহিত যেনাকারীর রজমের বিধান, চোরের হাত কাটার ক্ষেত্রে নিসাবের পরিমাণ অস্বীকার করে এবং এরকম অন্যান্য সুন্নাহর বিষয়ও [আল ফাতওয়াঃ খণ্ড-৩ ও ১৩] তারা কুরআনের ব্যাখ্যা যেভাবে করে, তা কেউ না মানলে

তাকে তাকফীর করে। [দির'উ ছা'আরাযিল আকল ওয়ান নাকল, খণ্ড-১] তারা ক্বিয়াস (ধারণা বা অনুমান) ভিত্তিক কাজে বেশী বিশ্বাসী। [আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১১৬/১]

খারেজীরা একমত যেঃ (১) আলী (রা), উসমান (রা) এর উপর এবং উঠের যুদ্ধের ২ দলের উপর তাকফীরের ব্যাপারে (নাউযুবিল্লাহ)। (২) কবিরা গুনাহকারীদের তাকফীরের ব্যাপারে এবং কবিরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। (২) তারা (মুতাজিলাদের মতো) বিশ্বাস করে কুরআন সৃষ্টি। (৪) তাদের মতে খলিফাহ কুরাইশী হওয়া শর্ত নয়। (৫) কবরে কোন শাস্তি নেই। (৬) বৈধ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে। (৭) কুরআনের সাথে অসামঞ্জস্য মনে হলেই এমন হাদিস অস্বীকারের ব্যাপারে। [ফাতহুল বারী, আল মুকাদ্দিমাহঃ ১/৯৯, আল মিনাল ওয়াল নিহাল, মুখতাসার আল ফারাক মিনাল ফিরাক, মাকালাত আল ইসলামিয়্যাহ]

ইসলামের ইতিহাসে খারেজীরা লাল এবং হলুদ পতাকা ব্যবহার করে এসেছে। তারা কখনো কালো পতাকা ব্যবহার করে নি। রাসুল (ﷺ) এর পতাকার রঙ ছিল (রাইয়াহ বা বড় পতাকা) কালো, (লিওয়া বা ছোট পতাকা) সাদা। [আবু দাউদঃ ২৫৮৩, ২৫৮৪ (ইফা), তিরমিযীঃ ১৬৮৬, ১৬৮৭ (ইফা), ইবনে মাজাহঃ ২৮১৮, ৩৮১৭, মুসনাদে আহমাদঃ ১৮৬২৭] লাল, হলুদ পতাকা ব্যবহার হারাম নয়, তবে খারেজীরা এই দুই রঙের পতাকাই ব্যবহার করেছে, সাদা, কালো কখনো ব্যবহার করে নি। রাসুল (স) এর পতাকা হলুদ ছিল বর্ণিত হাদিসটি যইফ। [আবু দাউদঃ ২৫৮৫ (ইফা)]

খারেজী পতাকার ইতিহাস সম্পর্কে

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pan-Arab_colors

https://fotw.info/flags/xo-arabc.html

https://archive.org/download/arabkingdomandit029490mbp/arabkingdomandit029490mbp.pdf (p no: 533)

খারেজীরা কয়েকভাগে বিভক্ত। উল্লেখযোগ্যগুলো হলঃ আজারিকাহ, নাজাদাহ, সুফরিয়্যাহ, ইবাদিয়্যাহ, আতাউইয়্যাহ, হাফসিয়্যাহ, হারুরিয়্যাহ, মুহাক্কিমাহ ইত্যাদি।

জমহুর ইমামদের মতে খারেজীরা কাফির নয়। ইবনে বাত্তাল (রহ) বলেন, অধিকাংশ ইমামদের মতে খারেজীরা কাফির নয়। [ফাতহুল বারী] ইমাম নববী (রহ) বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহ) এবং তাঁর অনুসারীদের মতে খারেজীরা কাফির নয়। [শরহে মুসলিমঃ ৭/১৬০] ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, খারেজীরা পথভ্রষ্ট। রাসুল (ﷺ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও হত্যা করতে বলেছেন, আলী (রা) এবং অনেক সাহাবী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ গণ (রহ) ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন। কিন্তু তারা খারেজীদের তাকফীর করেন নি। [মাজমু আল ফাতওয়াঃ ৩/২৮২, মিনহাজুস সুন্নাহঃ ৫/২৪৭]

আমাদের এই বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, কারও মধ্যে ২/১ টি খারেজীদের লক্ষন দেখলেই তাকে খারেজী মনে করা বা আখ্যায়িত করা উচিৎ নয়। তাদের প্রধান বৈশিষ্টগুলো এবং এতে সালাফ ও হাক্ব আলিমদের মতামত জানা জরুরী। কারন সালাফদের কেউ কেউ খারেজীদের কাফির বলেছেন। আবু উমামা (রা) বলেন, আসমানের নিচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর এবং সর্বোত্তম নিহত তারা, যারা তাদের হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। এরা ছিল মুসলিম, পরে কাফির হয়ে যায়। আবু গালিব বলেন, হে আবু উমামা! এটা কি আপনার মতব্য? তিনি বলেন, বরং আমি রাসুল (ﷺ) কে তা বলতে শুনেছি। [ইবনে মাজাহঃ ১৭৬]